সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাজেটে কৃষির জন্য বরাদ্দ কৃষকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত ও আত্মঘাতি বলে অভিমত নাগরিক সমাজের

ভবিষ্যত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সার্বভৌম কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ জরুরি

ঢাকা, ১৫ জুন ২০১৬। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষির জন্য প্রদত্ত বরাদ্দকে অপর্যাপ্ত এবং আত্মঘাতি বলে অভিহিত করেছেন অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজ। তারা বলেন, বাজেটে কৃষি ও কৃষকের বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তেমন কোনও কার্যকর উদ্যোগের দিক নির্দেশনা নেই। তারা বাজেটে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে কৃষি পণ্য ন্যায্যমূল্য কমিশন গঠনের দাবি জানান। আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বাজেট ২০১৬-১৭: কৃষির জন্য বরাদ্দ এবং খাদ্য নিরাপত্তার ভবিষ্যত শর্ষিক এক সেমিনারে বক্তাগণ এসব কথা বলেন।

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর পোভার্টি ইরাডিকেশন (এসএএপিই) ও এমটিসিপি-২ বাংলাদেশ এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের মোস্তফা কামাল আকন্দ, এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইক্যুইটিবিডি'র মো. মজিবুল হক মনির। সিএআরএল'র সাধারণ সম্পাদক শারমিন্দ নিলমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সংস্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য টিপু সুলতান, সংসদ সদস্য এবং শ্রম কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম, সংসদ সদস্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সুবল সরকার, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের জায়েদ ইকবাল খান, সিএসআরএল'র প্রদীপ কুমার রায়, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের গোলাম সরওয়ার, সিএসআরএল'র ড. জাহাঙ্গীর আলম।

মো. মজিবুল হক বলেন, গত অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.২১%, অথচ আগামী অর্থ বছরের জন্য এখাতে বরাদ্দ মাত্র ৪.০১%। মোট বাজেটের আকার বাড়লেও কৃষির জন্য বরাদ্দ কমে গেছে ০.১৯%। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে টাকার অংকে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা বাড়লেও, মোট বরাদ্দের আনুপাতিক হার কমে গেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বরাদ্দের ১.৭% বরাদ্দ আছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য, গত অর্থ বছরেও এই বরাদ্দ ছিল ২%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৩.১০% বরাদ্দ ছিল কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য। সেটা কমতে কমতে এখন ১.৭% এ দাঁড়িয়েছে। কৃষককে ১ টাকা ভুর্তুকি দিলে কৃষক ১৫ টাকা ফেরত দিতে পারেন। গত বছর কৃষি খাতে ভর্তুকির জন্য ৯০০০কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও খরচ করা হয়েছে ২০০০কোটি টাকা কম, ৭০০০ কোটি টাকা। এবারও ৯০০০কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অপ্রতুল।

ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কৃষি ভর্তুকি নগদ কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামে গ্রামে ক্রয় কেন্দ্র করে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করতে হবে। সুবল সরকার বলেন, গত বছরের মতো এই বছরেও বছর জুড়ে অলোচনায় ছিল কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি। সম্প্রতি গরুর মাংসের দাম বাড়ায় এক মণ ধান দিয়েও এক কেজি গরুর মাংস কেনা প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানের কৃষকের জন্য। একমণ ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০-৮০০ টাকা, সেখানে কৃষক এর জন্য দাম পাচ্ছেন ৩০০-৫০০ টাকা। বাজেটে এই সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেই।

সংসদ সদস্য টিপু সুলতান বলেন, দেশ প্রতি বছর ১% করে কৃষি জমি হারাচ্ছে, কৃষি জমির অকৃষি খাতে ব্যবহার বন্ধে কঠোর আইন করতে হবে। উপকূলীয় এলাকার কৃষক বন্যা-জলোচ্ছ্বাসে কৃষি জমি হারাচ্ছে, তাদের রক্ষায় উপকূল এলাকায় বাধ নির্মাণও জরুরি। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা যে হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করি, এগুলোর জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয় যা আমাদের জমির উর্বরতা কমাচ্ছে। এ অবস্থার অবসান করা না গেলে মঙ্গা বা খাদ্যাভাব আবারও ফিরে আসবে। দেশীয় বীজ রক্ষা করতে হবে। সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণের সামর্থ্য অনেক কৃষকের নেই এক্ষেত্রে কৃষককে সহায়তা করতে হবে। বাজারজাতকরণে সমস্যা রয়েছে, মধ্যস্বত্বভোগীরা সুবিধা পাচ্ছে। কৃষি পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষকের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল বলেন, ধান সংগ্রহ ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। কৃষকের কাছে যখন ধান থাকে, তখনই ধান ক্রয় করতে হবে। চাল না কিনে সরকার ধান কিনলে কৃষক বেশি উপকৃত হতো। কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রাংশ বিত্তবান কৃষকরা ছাড়া, সাধারণ কৃষকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। তাই সাধারণ কৃষকতে স্বল্প সুদে ঋণ হিসেবে এই যন্ত্রাংশগুলো পৌছে দিতে হবে।

প্রতিবেদন তৈরি
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১
মো. মজিবুল হক মনির , মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮